তৃতীয় অধ্যায়

শিক্ষায় সাফল্য

শিৰার্থীরা যা জানবে–

- শিৰাৰেত্রে সাফল্য লাভের প্রয়োজনীয় গুণাবলির
- শিৰাৰেত্রে সাফল্য লাভের প্রয়োজনীয় গুণ অর্জনের উপায়সমূহ
- শিৰাপ্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরির প্রয়োজনীয়তা

অধ্যায়ের গুরবত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংৰেপে জেনে রাখি

- ভালো শিৰার্থী হতে হলে, অবশ্যই নিয়মিত স্কুলে যাওয়া এবং প্রতিটি ক্লাসে উপস্থিত থাকাটা জরবরি।
- কোনো কাজে সফল হওয়ার জন্য ধৈর্য ধরে চেষ্টা করাকে অধ্যবসায় বলে।
- অধ্যবসায়ের কারণে অনেক অসম্ভব কাজে সফলতা লাভ করা সম্ভব হয়।
- সফলতা মানুষের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে।
- বেশিরভাগ খ্যাতিমান মানুষই তাদের শিৰাজীবনে ছিলেন সফল।
- মাত্র ২১ বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পন্ডিত হিসেবে নিযুক্ত হন।
- ব্রিটিশ সরকার ১৮৫৫ সালে বিদ্যাসাগরকে বিদ্যালয়ের বিশেষ পরিদর্শক হিসেবে নিয়োগ দেয়।
- ১৮২৯ থেকে ১৮৪১ সাল পর্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলকাতা সংস্কৃত কলেজে পড়াশোনা করেন। সব বিষয়ে অসাধারণ তাঁর পান্ডিত্য দেখে কলেজ কমিটি তাঁকে বিদ্যাসাগর উপাধিতে ভূষিত করে। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৯ বছর।
- বাংলাদেশের রংপুরে জন্মগ্রহণ করেন বেগম রোকেয়া।
- বাংলায় মুসলিম নারী জাগরণের পথিকৃৎ বলা হয় বেগম রোকেয়াকে।

বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

■ অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ শব্দ খোঁজার খেলা :

নিচের এলোমেলোভাবে সাজানো অক্ষরগুলোতে পাশাপাশি, কোনাকুনি, অথবা উপর–নিচ বরাবর লুকিয়ে আছে সফল শিক্ষার্থীর বিভিন্ন গুণাবলি। সেগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা কর। তোমার বোঝার সুবিধার জন্য একটি করে দেওয়া আছে।

কু	বি	ই	ঘি	দ	যা	মৃ	লি	ণ	বী
ঔ	গ	প	ব	ভ	জি	নি	ঘ	লু	জ
শি	আ	বৃ	ঠুঁ	ন	জু	য়	টি	ঝ	ঞ
ক	পা	ত্ম	শী	ঝ	ক	মি	নু	ন	টি
মি	বি	ক্র	বি	র	ড়	ত	সু	ফ	ব
ধৈ	র্য	গ	সু	শ্বা	মা	ঝ	জ্য	চি	সৃ
খা	ছি	ডি	বো	ফু	স	ল	হ	ছ	গ
য	ট	বু	ফ	বা	পু	ম	অ	ঢ়	ড়
ড	নি	ম	নো	যো	গ	গা	নু	ক	খু
খ	গো	গি	ম	সৃ	জ	ন	শী	ল	তা
মি	নৃ	খ	ঠ	টি	ঠ	স	ল	ড	য়
ছ	ল	বী	প্র	তি	ফ	ল	ন	মি	ষ

উত্তর :

কু	বি	ই	ঘি	দ	যা	মৃ	লি	ণ	বী
ঔ	গ	প	ব	ভ	জি	নি	ঘ	লু	জ
শি	আ	বৃ	ঠুঁ	ন	জু	য়	টি	ঝ	ঞ

ক	পা	আ	শী	ঝ	ক	মি	নু	ন	টি
মি	বি	ক্র	বি	র	ড়	ত	সু	ফ	ব
ধৈ	র্য	গ	সু	শ্বা	মা	ঝ	জ্য	চি	সৃ
খা	ছি	ডি	বো	ফু	স	ল	হ	ছ	গ
য	ট	বু	ফ	বা	পু	ম	অ	ঢ়	ড়
ড	নি	ম	নো	যো	গ	গা	নু	ক	খু
খ	গো	গি	ম	সৃ	জ	ন	শী	ল	তা
মি	নৃ	খ	ঠ	টি	ঠ	স	ল	ড	য়
ছ	ল	বী	প্র	তি	ফ	ল	ন	মি	ষ

সফল শিৰার্থীর বিভিন্ন গুণাবলি হলো :

১. মনোযোগ;
২. ধৈর্য;
৩. আত্মবিশ্বাস;
৪. নিয়মিত;
৫. অনুশীলন;
৬. প্রতিফলন;
৭. সৃজনশীলতা।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ নিজেকে জানি

নিচের ছকে প্রথমে সফল শিক্ষার্থী হবার গুণাবলির তালিকা তৈরি কর। প্রয়োজন হলে আরও কিছু ছক তৈরি করে নিতে পার। এবারে প্রতিটি গুণের পাশে তোমার নিজের মধ্যে কোনটি আছে বা নেই তা ছকে উল্লেখ কর। যদি গুণটি না থেকে থাকে তবে কী উপায়ে তুমি তা অর্জন করতে পার তার পাশে তা উল্লেখ কর।

	সফল শিক্ষার্থী হবার গুণাবলি	যথেষ্ট আছে/কম আছে	কী উপায়ে তা আমি আরও ভালোভাবে অর্জন করতে পারি? (যদি গুণটি কম থেকে থাকে)।
১.			
২.			
৩.			

উত্তর :

	সফল শিক্ষার্থী হবার গুণাবলি	যথেষ্ট আছে/কম আছে	কী উপায়ে তা আমি আরও ভালোভাবে অর্জন করতে পারি? (যদি গুণটি কম থেকে থাকে)
১.	মনোযোগ	কম আছে	নিয়মিত শিক্ষকের লেকচার শুনে বাড়াতে পারি।
২.	আত্মবিশ্বাস	যথেষ্ট আছে	
৩.	অধ্যবসায়	কম আছে	বারবার চেস্টা করার মাধ্যমে অর্জন করতে পারি।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ জীবন নিয়ে ভাবি

নিজের শিক্ষাজীবনে কী কী অসুবিধা, বাধা আছে বা আসতে পারে, কীভাবে তা অতিক্রম করবে তা নিজের খাতায় লিখ।

উত্তর : আমার শিৰাজীবনে বেশকিছু অসুবিধা ও বাধা আছে। সেগুলোকে আমি যেভাবে অতিক্রম করব তা নিচে উলেরখ করা হলো :

অসুবিধা বা বাধা	যেভাবে বাধা অধিক্রম করব
১. খাতা–কলম কেনার অর্থ সংকট	বাড়িতে হাঁস–মুরগি পালন করে এবং সেগুলো বিক্রির টাকা দিয়ে এ সমস্যার সমাধান করব।
২. বাতি বা বিদ্যুৎ সংকট	খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে দিনের আলোতে লেখাপড়া সম্পন্ন করব।
৩. শারীরিক পুষ্টিহীনতা	বাড়ির আঙিনায় সবজির বাগান করে পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা পূরণ করব।
৪. স্কুলে যাতায়াতে যানবাহন ভাড়ার সমস্যা	হাতে বেশি সময় নিয়ে পায়ে হেঁটে স্কুলে যাব এবং ছুটির পর পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরব।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ সাপ্তাহিক রুটিন তৈরি

প্রথমে সপ্তাহের একটি ছকে প্রতিটি দিনকে সময় অনুযায়ী কতগুলো ভাগে ভাগ কর। এবারে প্রতিদিনের কাজগুলোকে সময় অনুযায়ী ভাগ করে তাতে বসাও। তৈরি হয়ে যাবে তোমাদের সাপ্তাহিক রুটিন। উদাহরণ হিসেবে একটি রুটিনের কিছু অংশ দেওয়া হলো। ইচ্ছে করলে রুটিনটিতে ছোট রঙিন ছবি, চিহ্ন, নকশা ইত্যাদি ব্যবহার করতে পার। তৈরির পর এটি তোমাদের বাসার কোথাও টাঙিয়ে দিতে পার ।

বার	সকাল ৬–৭	সকাল ৮–১২:৩০	দুপুর ১–২	দুপুর ২–৩:৩০	বিকাল ৩:৩০–৫	সন্ধ্যা	রাত

শুক্র							
শনি							
রবি							
সোম							
মঙ্গল							
বুধ							
বৃহঃ							

উত্তর :

বার	সকাল ৬–৭	সকাল ৮–১২:৩০	দুপুর ১–২	দুপুর ২–৩–৩০	বিকাল ৩:৩০–৫	সন্ধ্যা	রাত
শুক্র	দাঁত ব্রাশ	নাস্তা ও পড়া	খাওয়া	বিশ্রাম	খেলাধুলা	পড়া	ঘুম
শনি	নাস্তা	ক্লাসে উপস্থিত	বিরতি	ক্লাসে উপস্থিত	খেলাধুলা	পড়া	ঘুম
রবি							
সোম	ব্রাশ ও নাস্তা	ক্লাসে থাকা	বিরতি	ক্লাস করা	খেলাধুলা	পড়া	ঘুম
মঙ্গল	নাস্তা	ক্লাসে উপস্থিত	বিরতি	ক্লাস	খেলাধুলা	পড়া	ঘুম
বুধ	নাস্তা	ক্লাস	বিরতি	ক্লাস	খেলাধুলা	পড়া	ঘুম
বৃহঃ	নাস্তা	ক্লাস	খাওয়া	বিশ্রাম	খেলাধুলা	পড়া	ঘুম

■ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. **কোনটি শিক্ষায় সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজনীয় গুণ?**
ক শুধু পরীক্ষার আগের রাতে পড়া তৈরি করা
● ক্লাসে পড়া না বুঝলে শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করা
গ শুধু পরীক্ষায় সফল হওয়ার কারণ নিয়ে চিন্তা করা
ঘ ক্লাসে নোট না নিয়ে শুধু শুনে পড়া মনে রাখার চেষ্টা করা

২. **সক্রিয় থাকা বলতে কী বুঝায়?**
ক সব কাজে তর্ক করা　খ হৈচৈ করে কাজ করা
● সকল কাজে আগ্রহ থাকা　ঘ ধৈর্য সহকারে কাজ করা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
টুসির কাছে গণিত বিষয়টি কঠিন লাগে। একদিন শ্রেণির কাজের একটি গণিত সে মিলাতে পারছিল না। রাত জেগে বিভিন্নভাবে অঙ্কটি সমাধান করার চেষ্টা করতে লাগল এবং দেখা গেল এক সময় সে অঙ্কটি সমাধান করে ফেলল।

৩. **টুসিকে বলা যায়—**
ক সক্রিয়　খ সৃজনশীল
● অধ্যবসায়ী　ঘ নিয়মানুবর্তী

৪. **টুসির মতো এ ধরনের বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষ—**
i. সফলতা লাভ করে
ii. ভুল কম করে
iii. আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i　খ i ও ii　গ ii ও iii　● i, ii ও iii

■ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ ▸▸ শিৰাৰেত্রে সাফল্য লাভের প্রয়োজনীয় গুণাবলি

ঝড়–বৃষ্টি যা–ই থাকুক না কেন মোহন স্কুলে হাজির। এ কারণে সে পুরস্কারও পেয়েছে। কিন্তু একদিন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে দলীয় কাজ দিলে সে বিষয়টি ভালোভাবে খেয়ালই করল না। সবাই মিলে পরিবারের শ্রেণিবিভাগ নিয়ে আলোচনা করলেও সে তাতে যোগ দিল না। এমনকি পরে শিক্ষক যখন এ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছিল, তখন অন্যেরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খাতায় লিখে রাখলেও সে বসে ছিল।

ক. মুসলিম নারী জাগরণের পথিকৃৎ কাকে বলা হয়?
খ. সাপ্তাহিক রুটিন বলতে কী বুঝায়?
গ. শিক্ষায় সাফল্য লাভের কোন গুণাবলি মোহনের মধ্যে বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. শ্রেণিকক্ষে মোহনের আচরণের জন্য সে কী ধরনের সমস্যায় পড়তে পারে বলে তুমি মনে কর? তোমার মতামত দাও।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে মুসলিম নারী জাগরণের পথিকৃৎ বলা হয়।

খ সপ্তাহের সাতটি দিনের সময়কে যখন কাজগুলোর গুরবত্ব অনুসারে ভাগ করা হয় তখন তাকে সাপ্তাহিক রবটিন বলা হয়। শিৰা জীবনে সাপ্তাহিক রবটিনমাফিক লেখাপড়া ও অন্যান্য কাজকর্ম করা অত্যন্ত জরবরি।

গ শিক্ষায় সাফল্য লাভের বহুবিধ গুণাবলির মধ্যে মোহনের মধ্যে নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত থাকার মতো একটি ভালো গুণ বিদ্যমান। একজন সফল শিক্ষার্থী হওয়ার প্রধান উপায় হলো ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত থাকা। যার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারে। যেটা উদ্দীপকের মোহনের মধ্যে বিদ্যমান। সে ঝড়–বৃষ্টি যা–ই থাকুক না কেন স্কুলে হাজির হয়। স্কুলে উপস্থিত থাকাকে সে অন্যতম কর্তব্য মনে করে। তার এই কর্তব্য নিষ্ঠার জন্য স্কুলের শিৰকগণও অত্যন্ত খুশি হয়।

ঘ শ্রেণিকক্ষে মোহনের অমনোযোগী আচরণের জন্য পাঠ্য বিষয়টি সম্পর্কে সে অস্পষ্ট ধারণা লাভের পাশাপাশি পরীক্ষায় খারাপ ফল করার মতো সমস্যায় পড়তে পারে।

ভালো শিক্ষার্থী হওয়ার জন্য শ্রেণিতে নিয়মিত উপস্থিত থাকা যেমন আবশ্যক তেমনি শ্রেণিতে মনোযোগী হওয়াও জরুরি। উদ্দীপকের মোহন নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত থাকে এবং সে ভালো ছাত্র হিসেবে পরিচিত। কিন্তু একদিন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে দলীয় কাজ দিলে সে বিষয়টি ভালোভাবে খেয়ালই করল না। সবাই মিলে পরিবারের শ্রেণিবিভাগ নিয়ে আলোচনা করলেও সে তাতে যোগ দিল না। এমনকি পরে শিক্ষক যখন এ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছিলেন, তখন অন্যরা খাতায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লিখে রাখলেও সে বসে ছিল। মোহন ক্লাসে আলোচিত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অংশ না নেওয়ায় যদি পরে শিক্ষক তাকে ওই বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করেন তবে সে উত্তর দিতে পারবে না। শিক্ষকের কথায় মনোযোগ না দেওয়ায় সে বাসায় গিয়েও নিজে নিজে বুঝতেও সমস্যায় পড়বে। আর পরীক্ষায় ওই বিষয়টি সম্পর্কে যদি প্রশ্ন আসে তবে সে যথার্থ উত্তর করতে পারবে না।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, শ্রেণিকক্ষে মোহনের অমনোযোগী আচরণের জন্য আলোচিত বিষয়টি সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা লাভের সাথে সাথে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হবে।

পরীক্ষা প্রস্তুতি

এ অংশে সংযোজন করা হয়েছে–সেরা স্কুলসমূহের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর, বিষয়ক্রম অনুযায়ী মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর এবং নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর। এ অংশের সঠিক অনুশীলন শিৰার্থীদের পরীৰা প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণ করবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➲ পাঠ ৪৩-৪৫ : শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য লাভের প্রয়োজনীয় গুণাবলি ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৪২

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. ক্লাসে আমাদের নিয়মিত কী করা উচিত? (অনুধাবন)
● উপস্থিত থাকা ⓚ অনুপস্থিত থাকা
ⓖ দৌড়াদৌড়ি করা ⓖ খেলাধুলা করা

২. ক্লাসের ফাঁকে বন্ধুদের সাথে কী নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে? [মাতৃপীঠ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁদপুর]
ⓚ খেলাধুলা ● পাঠ্য বিষয়
ⓖ বিনোদন ⓖ চিকিৎসা

৩. জটিল বিষয় কী করা উচিত? (জ্ঞান)
ⓚ বাদ দিয়ে যাওয়া ⓚ অন্যকে বুঝিয়ে দেওয়া
ⓖ নিজে নিজে করা ● বারবার অনুশীলন করা

৪. শিৰক যখন ক্লাসে পড়ান তখন তা বুঝতে না পারলে কী করা উচিত? [ভি জে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, চুয়াডাঙ্গা]
ⓚ চুপ করে বসে থাকা
● শিৰককে জিজ্ঞাসা করা
ⓖ পাশের বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করা
ⓖ অন্যকেও বুঝতে না দেওয়া

৫. নিচের কোনটি ভালো ছাত্রের বৈশিষ্ট্য? (অনুধাবন)
● ক্লাসে উপস্থিত থাকা ⓚ ক্লাসে অনুপস্থিত থাকা
ⓖ ক্লাসে মনোযোগী না হওয়া ⓖ শিক্ষকের কথা মন দিয়ে না শোনা

৬. ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে প্রশ্ন করলে কে বেশি খুশি হন? (জ্ঞান)
ⓚ সহপাঠীরা ⓚ অভিভাবক
● শিৰক ⓖ মুরুব্বিরা

৭. আমরা ক্লাসের জটিল বিষয়বস্তু নিয়ে কী করতে পারি? (অনুধাবন)
ⓚ চিন্তা ● অনুশীলন
ⓖ সমালোচনা ⓖ তর্ক

৮. কীভাবে পড়লে পড়া মনে থাকে? (অনুধাবন)
● বুঝে পড়লে ⓚ মুখস্ত করলে
ⓖ শুনে পড়লে ⓖ লিখে পড়লে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯. একজন ভালো ছাত্রের যে গুণগুলো থাকা উচিত– (উচ্চতর দৰতা)
i. ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত থাকা
ii. ক্লাসে শিক্ষককে প্রশ্ন করা
iii. বন্ধুদের সাথে আলোচনা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ ii ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১০. আমরা ক্লাসে কোনো পড়া না বুঝলে– (অনুধাবন))
i. হুট করে হাল ছাড়ব না
ii. ধৈর্য নিয়ে বোঝার চেস্টা করব
iii. সময় নিয়ে সমাধান করব
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১১. দৈনন্দিন জীবনে পড়াশোনার পাশাপাশি প্রয়োজন– [রংপর জিলা স্কুল]
i. খেলাধুলা
ii. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড
iii. বিনোদন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১২. একজন সফল শিৰার্থী হওয়ার জন্য যে বিষয়গুলো গুরবত্বপূর্ণ– (উচ্চতর দৰতা)
i. ইচ্ছাশক্তি
ii. পরিবারের উৎসাহ
iii. প্রাচুর্য
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

➲ পাঠ ৪৬-৫৩ : শিক্ষায় সাফল্য লাভের উপায় ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৪৪

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৩. ভালো শিক্ষার্থী হতে হলে নিয়মিত কোথায় যেতে হবে? (জ্ঞান)
ⓚ খেলার মাঠে ⓚ বাজারে
● স্কুলে ⓖ লাইব্রেরিতে

১৪. সক্রিয় ছাত্রছাত্রীকে ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা কী নামে ডাকে? (অনুধাবন)
● উদ্যোগী ⓚ উদ্যোক্তা
ⓖ নেত্রী ⓖ সভাপতি

১৫. ঠিকমতো খাওয়া, ঘুম, পড়া, খেলা করলে শরীর কেমন থাকে? (জ্ঞান)
● সুস্থ থাকে ⓚ অবসন্ন হয়
ⓖ খারাপ হয় ⓖ ক্লান্ত হয়

১৬. রুটিনমাফিক কাজ করলে কী পাওয়া যায়? [রংপুর জিলা স্কুল]

ⓚ দুঃখ ● কাঙ্ক্ষিত ফলাফল
ⓖ কষ্ট ⓘ মনোযোগ

১৭. **ক্লাসে ভালো ছাত্রকে শিৰক বা কোনো সহপাঠী ভুল শুধরে দিলে তখন সে কী করে?** (অনুধাবন)
ⓚ লজ্জা পায় ● খুশি হয়
ⓖ রাগ করে ⓘ আত্মবিশ্বাসী হয়

১৮. **শ্রেণিকৰে শিৰকের কথা কীভাবে শুনতে হবে?** (অনুধাবন)
● মনোযোগ সহকারে ⓛ অনমনোযোগী হয়ে
ⓖ গল্পের মাধ্যমে ⓘ হাসিঠাট্টার মাধ্যমে

১৯. **আমাদের শ্রেণিকৰের কোন বিষয়টি নিয়ে রাগ করা উচিত নয়?** (অনুধাবন)
● তর্ক–বিতর্ক ⓛ অনুভূতি
ⓖ সততা ⓘ আঞ্চলিক প্রীতি

২০. **শিৰায় সাফল্য লাভে প্রয়োজনীয় গুণাবলি অর্জনে ব্যর্থ হলে কী করণীয়?** (উচ্চতর দৰতা)
ⓚ হতাশায় ভোগা ⓛ অবসাদমুক্ত থাকা
ⓖ বিষণ্নতা প্রকাশ করা ● নতুন করে চেষ্টা করা

২১. **চেষ্ট করলে প্রায় সব কাজেই কী হওয়া যায়?** (অনুধাবন)
ⓚ সম্মানিত ● সফল
ⓖ বিফল ⓘ ধনবান

২২. **ক্লাসে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেও কী নেই?** (অনুধাবন)
● লজ্জা ⓛ ভয়
ⓖ সম্মান ⓘ ৰতি

২৩. **মনের মধ্যে কখন ভয় বাসা বাঁধে?** [রংপুর জিলা স্কুল]
ⓚ পড়াটা অনেক জটিল হলে ⓛ বাসায় শিৰক না থাকলে
● অনেক পড়া জমে গেলে ⓘ পড়ায় মন না থাকলে

২৪. **না বুঝে মুখস্থ করলে বোঝার ক্ষমতা কেমন হয়?** (অনুধাবন)
● ধীরে ধীরে কমে ⓛ ধীরে ধীরে বাড়ে
ⓖ খুব দ্রুত বাড়ে ⓘ একই রকম থাকে

২৫. **ধৈর্য ধরে বারবার চেষ্টা করলে তখন তাকে আমরা কী বলি?** (জ্ঞান)
ⓚ সফলতা ● অধ্যবসায়
ⓖ আত্মবিশ্বাস ⓘ দৰতা

২৬. **ভালো ফলাফল অর্জনের প্রথম পর্যায়ে কোনটি প্রয়োজন?** (অনুধাবন)
ⓚ ন্যায়ের পথে চলা ● নিয়মানুবর্তিতা
ⓖ ভালো কাজ করা ⓘ সত্য কথা বলা

২৭. **অধ্যবসায়ের কারণে আমরা কী অর্জন করি?** (জ্ঞান)
● দৰতা ⓛ প্রশংসা
ⓖ বিফলতা ⓘ ব্যর্থতা

২৮. **সহপাঠীদের সাথে মিলেমিশে চলার পন্থা ভালোভাবে জানতে হলে আমাদের কোথায় যেতে হবে?** (জ্ঞান)
● স্কুলে ⓛ ক্যাম্পাসে
ⓖ অডিটরিয়ামে ⓘ গ্যালারিতে

২৯. **আমাদের মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা কম আর এ কারণে নিজেকে সাহায্য করার জন্য সব সময় সাথে কী রাখতে হবে?** (জ্ঞান)
ⓚ গাইড বই ● নোটবুক
ⓖ খাবার ⓘ পাঠ্যবই

৩০. **সফল শিক্ষার্থী হওয়ার প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি?** (উচ্চতর দৰতা)
● নিয়মিত স্কুলে যাওয়া ⓛ নিয়মিত ক্লাস ফাঁকি দেওয়া
ⓖ ক্লাসে দুষ্টামি করা ⓘ শিক্ষকের কথা না শোনা

৩১. **সুমিকে তার শিৰক ও সহপাঠীরা ভালোবাসে। তার মধ্যে কোন গুণটি রয়েছে?** (প্রয়োগ)
● ভুল শুধরে দিলে খুশি হয় ⓛ বিতর্কে ভালো
ⓖ ভুল ধরলে রাগ করে ⓘ ভুল করলে লজ্জা পায়

৩২. **ছাত্রছাত্রীদের সফলতা কোনটি এনে দিতে পারে?** (জ্ঞান)
ⓚ আস্থাশক্তি ● আত্মবিশ্বাস
ⓖ দৰতা ⓘ সংযমী মনোভাব

৩৩. **সৃষ্টিশীলতা কোন শিৰার্থীর আরেকটি বৈশিষ্ট্য?** (অনুধাবন)
ⓚ সংগ্রামী শিৰার্থীর ● সফল শিৰার্থীর
ⓖ অলস শিৰার্থীর ⓘ দৰ শিৰার্থীর

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৪. **ভালো শিৰার্থীর গুণাবলি হলো–** [মাতৃপীঠ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁদপুর]
i. নিয়মানুবর্তিতা
ii. শিখন নিয়ে চিন্তা করা
iii. পাঠ্য বিষয়ের ব্যবহারিক প্রয়োগ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৫. **প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন শেষ করার সুবিধা হলো–** (অনুধাবন))
i. পরীৰার আগে চাপ পড়ে না
ii. পড়ার মাঝে আনন্দ পাওয়া যায়
iii. বেড়ানোর জন্য সময় পাওয়া যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৬. **মেহেদী একটি অঙ্ক করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। এৰেত্রে তার উচিত–** (প্রয়োগ))
i. অন্য অঙ্ক করা
ii. মন খারাপ না করা
iii. আবার অঙ্কটা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৭. **শিৰাৰেত্রে সাফল্য লাভের জন্য শিৰার্থীর প্রয়োজন–** (অনুধাবন))
i. আত্মবিশ্বাস
ii. ধৈর্য
iii. মনোযোগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৮. **নিয়মিত স্কুলে এলে আমরা শিখতে পারি–** (উচ্চতর দৰতা)
i. শিক্ষকের পড়ানো
ii. শ্রেণির কাজ
iii. নোট করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৯ ও ৪০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রিমা ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। সে নিয়মিত স্কুলে যায়। ক্লাসে শিক্ষকের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং খাতায় লিখে রাখে। প্রতিদিনের বাড়ির কাজ প্রতিদিন করার চেষ্টা করে। বন্ধুবান্ধবদের কেউ সমস্যায় পড়লে সাহায্য করে। এজন্য সবাই তাকে ভালোবাসে।

৩৯. **রিমার নিয়মিত স্কুলে যাওয়া কীসের লক্ষণ?** (প্রয়োগ)
● ভালো ছাত্রের ⓛ খারাপ ছাত্রের
ⓖ ফাঁকিবাজ ছাত্রের ⓘ চালাক ছাত্রের

৪০. **রিমার মতো ভালো ছাত্রী হতে হলে–** (উচ্চতর দৰতা)
i. নিয়মিত স্কুলে যেতে হবে
ii. শিক্ষকের কথা শুনতে হবে
iii. প্রতিদিন বাড়ির কাজ করতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ পাঠ ৫৪ ও ৫৫ : শিক্ষার মাধ্যমে খ্যাতিমান হয়ে ওঠার গল্প

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৫৩

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪১. বিখ্যাত লোকদের আমরা কী করি? (জ্ঞান)
● শ্রদ্ধা করি | ⓐ অসম্মান করি
ⓖ ভয় করি | ⓓ অপছন্দ করি

৪২. বেশিরভাগ খ্যাতিমান লোকের শিক্ষাজীবন কেমন ছিল? (জ্ঞান)
ⓚ ব্যর্থ | ● সফল
ⓖ হতাশাগ্রস্ত | ⓓ খারাপ

৪৩. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কত বছর বয়সে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পন্ডিত নিযুক্ত হন? (জ্ঞান)
● ২১ বছর | ⓐ ২২ বছর
ⓖ ২৩ বছর | ⓓ ২৪ বছর

৪৪. কত সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়ের বিশেষ পরিদর্শক নিযুক্ত হন? [সাতক্ষীরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
● ১৮৫৫ | ⓐ ১৮৮৫
ⓖ ১৮৯০ | ⓓ ১৯০০

৪৫. বাংলা গদ্য লেখার নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিলেন কে? (জ্ঞান)
ⓚ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ● ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
ⓖ কাজী নজরুল ইসলাম | ⓓ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৬. বিধবাবিবাহ প্রবর্তন করেছিলেন কে? (জ্ঞান)
ⓚ রাজা রামমোহন রায় | ⓐ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
● ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | ⓓ বিহারীলাল চক্রবর্তী

৪৭. বেগম রোকেয়া কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
ⓚ নীলফামারী | ● রংপুর
ⓖ মুর্শিদাবাদ | ⓓ দিনাজপুর

৪৮. ঈশ্বরচন্দ্রের উপাধি কী ছিল? [বল্লু–বার্ড উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট]
ⓚ চট্টোপাধ্যায় | ● বিদ্যাসাগর
ⓖ বিদ্যাপতি | ⓓ বিদ্যার ভান্ডার

৪৯. যখন ঈশ্বরচন্দ্রকে বিদ্যাসাগর উপাধি দেওয়া হয় তখন তার বয়স কত ছিল? (জ্ঞান)
ⓚ ১৮ বছর | ● ১৯ বছর
ⓖ ২০ বছর | ⓓ ২১ বছর

৫০. মুসলিম মেয়েদের বিদ্যালয়ে আনার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারণা চালিয়েছেন কে? (জ্ঞান)
ⓚ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | ● বেগম রোকেয়া
ⓖ কুসুম কুমারী দাস | ⓓ মাদার তেরেসা

৫১. বাংলার মহীয়সী নারী কাকে বলে? (জ্ঞান)
● বেগম রোকেয়াকে | ⓐ ইলামিত্রকে
ⓖ নওয়াব ফয়জুন্নেসাকে | ⓓ বেগম সুফিয়া কামালকে

৫২. বেগম রোকেয়াকে কেন আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি? (অনুধাবন)
● নারী শিক্ষায় অবদানের জন্য
ⓐ বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার জন্য
ⓖ পর্দা প্রথার জন্য
ⓓ উচ্চ শিক্ষার জন্য

৫৩. কেন ব্রিটিশ সরকার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বিদ্যালয়ের বিশেষ পরিদর্শক নিয়োগ করেছিলেন? (অনুধাবন)
● জ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে | ⓐ পোশাকে মুগ্ধ হয়ে
ⓖ আচরণে মুগ্ধ হয়ে | ⓓ সার্টিফিকেট দেখে

৫৪. কাদের সাহায্যের জন্য বিদ্যাসাগর তাঁর মোট আয়ের অর্ধেক আলাদা করে রাখতেন? (জ্ঞান)
● দরিদ্রদের | ⓐ মেয়েদের
ⓖ প্রতিবন্ধীদের | ⓓ পুস্তক প্রকাশকদের

৫৫. নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিদ্যাসাগর কোনটি প্রবর্তন করেছিলেন? (জ্ঞান)
● বিধবাবিবাহ | ⓐ মেয়েদের শিক্ষা
ⓖ বাল্যবিবাহ | ⓓ নারী শিক্ষার পুরস্কার

৫৬. কার নিরলস চেষ্টায় ব্রিটিশ সরকার আইন করে বাল্যবিবাহ বন্ধ করে? (জ্ঞান)
ⓚ রামমোহন রায় | ● ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
ⓖ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ⓓ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৫৭. বাড়িতে আলোর অভাবে বিদ্যাসাগর কীভাবে পড়াশোনা করতেন? (জ্ঞান)
ⓚ অন্ধকারে | ● লাইটপোস্টের আলোতে
ⓖ অন্যের বাড়ি গিয়ে | ⓓ স্কুলের বারান্দায় বসে

৫৮. ছোটবেলায় বিদ্যাসাগর কীভাবে ইংরেজি সংখ্যা শিখতেন? (জ্ঞান)
● রাস্তার মাইলফলক দেখে | ⓐ শিক্ষকের মাধ্যমে
ⓖ নিজে নিজে | ⓓ বাবা–মার সাহায্যে

৫৯. নারীমুক্তির উদ্দেশ্যে বেগম রোকেয়া মেয়েদের জন্য কী প্রতিষ্ঠা করেছেন? (জ্ঞান)
ⓚ হোস্টেল | ⓐ সরাইখানা
● বিদ্যালয় | ⓓ নাচের স্কুল

৬০. বেগম রোকেয়া কীসের সাহায্যে নারীদের আত্মসচেতন করে তোলেন? (উচ্চতর দক্ষতা)
● শিক্ষা | ⓐ বক্তৃতা
ⓖ পেশিশক্তি | ⓓ টাকাপয়সা

৬১. কোন বৈশিষ্ট্যের আলোকে বেগম রোকেয়া নারীমুক্তির জন্য এগিয়ে আসেন? (অনুধাবন)
● শিক্ষাপ্রাপ্ত চেতনাবোধ
ⓐ স্বামীর অনুপ্রেরণা
ⓖ ভাইদের অনুপ্রেরণা
ⓓ পরিবারের অনুপ্রেরণা

৬২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন? (জ্ঞান)
ⓚ হিন্দু কলেজের | ⓐ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের
ⓖ শান্তি নিকেতনের | ● কলকাতা সংস্কৃত কলেজের

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬৩. রোকেয়ার আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নারী সমাজ– (অনুধাবন)
i. কর্মক্ষম হয়
ii. অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হয়
iii. শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii | ⓐ i ও ii | ● ii ও iii | ⓓ i, ii ও iii

৬৪. বেগম রোকেয়া ছিলেন একজন– (অনুধাবন)
i. সাহিত্যিক
ii. শিক্ষাবিদ
iii. সমাজ সংস্কারক
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii | ⓐ i ও iii | ⓖ ii ও iii | ● i, ii ও iii

৬৫. বাড়িতে বসে বেগম রোকেয়া শিক্ষা লাভ করেন– (অনুধাবন)
i. বাবার সাহায্যে
ii. ভাইয়ের সাহায্যে
iii. স্বামীর সাহায্যে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii | ⓐ i ও ii | ● ii ও iii | ⓓ i, ii ও iii

৬৬. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন– (অনুধাবন)
i. শিক্ষাবিদ
ii. সমাজ সংস্কারক
iii. দানশীল
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii | ⓐ i ও iii | ⓖ ii ও iii | ● i, ii ও iii

➲ **পাঠ ৫৬-৫৭ : শিক্ষাক্ষেত্রে সফল অদম্য মেধাবী** ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৫৫

➲ **পাঠ ৫৮-৭০ : শিক্ষাক্ষেত্রে সফল অদম্য মেধাবী** ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৫৭

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬৭. সফল শিক্ষার্থীর ভিতর কোনটি থাকে? (জ্ঞান)
● আত্মবিশ্বাস ⓖ সাহস
ⓖ সংসার ⓘ দ্বিধা

৬৮. শিক্ষার দ্বারা কী দূর হয়? [কলেজিয়েট স্কুল, চট্টগ্রাম]
ⓚ আলো ● অন্ধকার
ⓖ ভয় ⓘ সাহস

৬৯. জীবনে সফল হওয়ার জন্য আমাদের কী করতে হবে? (অনুধাবন)
● বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ⓖ ভীরুতা পরিহার
ⓖ আইন অমান্য ⓘ সাগর পাড়ি

৭০. কীসের মাধ্যমে আমরা সফল হতে পারি? (অনুধাবন)
● শিক্ষা ⓖ বিতর্ক
ⓖ বক্তৃতা ⓘ সম্পদ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৭১. রাশেদ একজন সফল শিক্ষার্থী হতে চায়। এজন্য প্রয়োজন– (প্রয়োগ)
i. ইচ্ছাশক্তি
ii. আত্মবিশ্বাস
iii. সাহস
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৭২. সফল শিৰাথী হতে হলে– [রংপুর জিলা স্কুল]
i. আগ্রহ থাকতে হবে
ii. ইচ্ছাশক্তি থাকতে হবে
iii. সঠিক উপায় অবলম্বন করতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৭৩. নাটক হলো এমন একটি প্রয়াস যেখানে– (উচ্চতর দৰতা)
i. জীবনবোধের কথা থাকে
ii. শিল্পের উৎকর্ষ সাধন হয়
iii. জ্ঞানের বিকাশ সাধিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭৪ ও ৭৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
অনিক ও ওয়াহিদ দুই বন্ধু। ক্লাসে তারা শিক্ষকের মাধ্যমে ভালো ছাত্রছাত্রীর গুণাবলি সম্পর্কে জানল। ভালো ছাত্রছাত্রীরা কীভাবে জীবনে সফল হয় সে সম্পর্কেও জানতে পারল। ফলে তারা সিদ্ধান্ত নিল তারাও তাদের জীবনে ভালো ছাত্র হবে।

৭৪. অনিক ও ওয়াহিদ জীবনে সফল হওয়ার জন্য তাদের কী করতে হবে? (প্রয়োগ)
● নিয়মিত অধ্যয়ন ⓖ বেশি করে খাবার গ্রহণ
ⓖ বন্ধুদের সাথে আলোচনা ⓘ নিয়মিত খেলাধুলা

৭৫. তারা দুজন সিদ্ধান্ত নিয়েছে– (উচ্চতর দৰতা)
i. পড়াশোনা করার ii. ভালো ছাত্র হওয়ার
iii. সফল হওয়ার
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

■ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ ▸▸ শিৰাৰেত্রে সাফল্য লাভের প্রয়োজনীয় গুণাবলি

অভি একদিন সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে এসে দেখল যে ছোট বোন ববি বই থেকে একটি লাইন বারবার মুখস্থ পড়ছে। অভি তার ছাত্রজীবনের প্রতিটি পরীৰায় অনেক ভালো ফলাফল করেছে। সে তার বোনকে ওভাবে পড়তে দেখে বলল যে না বুঝে মুখস্থ করলে সৃজনশীলতা নষ্ট হয়ে যায়।

ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২১ বছর বয়সে কোন কলেজের প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন? ১
খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কীভাবে সমাজসংস্কারে ভূমিকা রাখেন? ২
গ. অভির পরীৰায় ভালো ফল অর্জনের কারণসমূহ উলেৰখ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের অভির উক্তিটির যথার্থতা বিশেৰষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২১ বছর বয়সে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন।

খ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কারে গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিধবাবিবাহ প্রবর্তন এবং বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধে অনেক যুক্তি–তর্ক তুলে ধরেন। তার নিরলস চেষ্টার কারণে সরকার আইন করে বাল্যবিবাহ বন্ধ এবং বিধবাবিবাহ চালু করে।

গ অভির পরীৰায় ভালো ফল অর্জনের কারণসমূহ নিচে উলেৰখ করা হলো–
১. সে নিয়মিত স্কুলে গিয়েছিল।
২. প্রতিটি ক্লাসে সে উপস্থিত ছিল।
৩. সে ক্লাসে শুধু নিয়মিত ছিল তা–ই নয় যথেষ্ট মনোযোগীও ছিল।
৪. ক্লাসে শিৰকদের কথা সে মনোযোগ দিয়ে শুনত।
৫. সে প্রতিদিনের পড়া বাসায় গিয়ে পড়ত, প্রতিদিনের বাড়ির কাজও করত।
৬. কোনো বিষয় না বুঝলে শিৰককে জিজ্ঞাসা করত।
৭. ক্লাসে শিৰকদের প্রশ্নের উত্তর দিত। এতে তার আত্মবিশ্বাস বেড়েছে।
৮. ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে বন্ধুদের সাথে পাঠ্যবিষয় ছাড়াও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করত।
৯. কোনো বিষয় না বুঝলে ধৈর্য নিয়ে বারবার অনুশীলন করত।

উপরিউক্ত ভালো গুণগুলোর কারণে অভির পৰে ভালো রেজাল্ট করা সম্ভব হয়েছিল।

ঘ উদ্দীপকের অভি তার ছোট বোন ববিকে না বুঝে পড়ার একটি ৰতিকর প্রভাব সম্পর্কে ধারণা দিয়েছে।

না বুঝে মুখস্থ করলে কোনো পড়া মনে থাকে না। না বুঝে পড়ার কারণে সহজ পড়াগুলোকে অনেক কঠিন মনে হয়। পড়া মুখস্থ করতে অনেক সময় লাগে। না বুঝে পড়ার কারণে যে সময়টুকু নষ্ট

হয় সেটুকু বাঁচলে আরও অন্যান্য বিষয় পড়ে ফেলা সম্ভব হয়। না বুঝে মুখস্থ করলে পড়াশোনার ভিতর কোনো আনন্দ থাকে না। বোঝার ৰমতা ধীরে ধীরে কমে যায় এবং সৃজনশীলতাও নষ্ট হয়ে যায়। সর্বোপরি মুখস্থ বিষয়বস্তু নিজের জীবনে কাজে লাগানো যায় না। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেৰিতে বলা যায় যে, উদ্দীপকের অভির উক্তিটি যথার্থ ও সঠিক।

প্রশ্ন– ২ শিৰায় সাফল্য লাভের উপায়

বন্যার বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল বের হয়েছে। পরীক্ষায় বন্যা প্রথম হয়েছে। তার এরূ প ফলাফলে তার বাবা–মা ও শিক্ষকগণ অনেক খুশি হয়েছেন। বন্যা তার ভালো ফলাফলের জন্য বাবা–মা ও শিক্ষকগণের প্রতি কৃতজ্ঞ। কারণ তার ভালো ফলাফলে তার ধৈর্য ও কঠোর অধ্যবসায়ের পাশাপাশি শিক্ষক ও বাবা–মার অবদান রয়েছে।

ক. পরীক্ষা কী? ১

খ. একজন ভালো ছাত্রের কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত? ২

গ. বন্যার ভালো ফলাফলের পিছনে তার বাবা–মা এবং শিক্ষকের ভূমিকা কতটুকু? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'ধৈর্য ও অধ্যবসায় শিক্ষায় সাফল্য লাভের মূলমন্ত্র'— উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরীক্ষা হলো এমন একটি মাধ্যম যার ফলে ছাত্রছাত্রীদের ভালোমন্দ যাচাই করা যায়।

খ একজন ভালো ছাত্রের অনেক বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত। যেমন : ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত থাকা; প্রতিটি ক্লাসে মনোযোগী হওয়া; ক্লাসে শিক্ষক কী বলেন তা মন দিয়ে শ্রবণ করা; প্রতিদিনের বাড়ির কাজ এবং পড়া প্রতিদিন শেষ করা; কোনো বিষয় না বুঝে থাকলে শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করা; ক্লাসে শিক্ষককে প্রশ্ন করা; নিজে নিজে নোট তৈরি করে পড়াশোনা করা ইত্যাদি।

গ বন্যার ভালো ফলাফলের পিছনে তার বাবা–মা ও শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম।

একজন ছাত্র নিজে নিজে ভালো ছাত্র হতে পারে না। এজন্য তার অনেকের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এদের মধ্যে বাবা–মা, শিক্ষকের ভূমিকা অনেক বেশি। যেমনটি আমরা বন্যার ক্ষেত্রে লক্ষ করি। বন্যা বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে। তার ভালো ফলাফলের জন্য সে তার বাবা–মা ও শিক্ষকগণের প্রতি কৃতজ্ঞ। কারণ বাবা–মায়ের সঠিক পরিচর্যায় একজন ছেলে বা মেয়ে সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে। বাবা–মা ও শিক্ষক বন্ধুসুলভ হলে ছেলেমেয়েদের জন্য অনেক কিছু সহজ হয়ে যায়। সুতরাং বলা যায়, একজন ছাত্রের ভালো ফলাফলের পিছনে তার বাবা–মা ও শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম।

ঘ 'ধৈর্য ও অধ্যবসায় শিক্ষায় সাফল্য লাভের মূলমন্ত্র।' উক্তিটির যথার্থতা রয়েছে।

ধৈর্য, শ্রম, অধ্যবসায় শিক্ষায় সাফল্য এনে দেয়। অধ্যবসায় ছাড়া কারো পক্ষে ভালো ফলাফল করা সম্ভব নয়। ধৈর্যসহকারে ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত থাকা; প্রতিটি ক্লাসে মনোযোগী হওয়া; ক্লাসে শিক্ষক কী বলেন তা মন দিয়ে শোনা; প্রতিদিনের বাড়ির কাজ ও পড়া প্রতিদিন শেষ করা; কোনো বিষয় না বুঝে থাকলে শিক্ষককে জিজ্ঞেস করা; ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে বন্ধুদের সাথে পাঠ্য বিষয় এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা শিক্ষায় সাফল্য লাভের উপায়। কোনো বিষয় না বুঝে থাকলে হাল না ছেড়ে ধৈর্য নিয়ে তা সমাধানের চেষ্টা করা উচিত। উদ্দীপকের বন্যার শিক্ষায় সাফল্য লাভের মূলমন্ত্র ধৈর্য ও অধ্যবসায়। বাবা–মা, শিক্ষকের অবদানের পাশাপাশি তার ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের কারণে ভালো ফলাফল অর্থাৎ শিক্ষায় সাফল্য লাভ সম্ভব হয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ধৈর্য ও অধ্যবসায় শিক্ষায় সাফল্য লাভের মূলমন্ত্র।

প্রশ্ন– ৩ শিৰায় সাফল্য লাভের উপায়

তমা ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। সে সময়ের কাজ সময়ে করে। সঠিক সময়ে ঘুম, খাওয়া, পড়ালেখা সবকিছু শেষ করে। ফলে অনেক সময় থাকে অন্যান্য কাজ করার জন্য। সময়ের কাজ সময়ে করায় তমা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। [সরকারি পি এন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী]

ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে কত বছর বয়সে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি দেওয়া হয়েছিল? ১

খ. সময়ের কাজ সময়ে করার তিনটি সুবিধা লেখ। ২

গ. তমা অন্যান্য কাজের জন্য সময় তৈরি করে কীভাবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'সময়ের কাজ সময়ে করা' তমার মনে আনন্দ ও নিশ্চিন্ততা এনে দেয়– বিশেৰষণ কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ১৯ বছর বয়সে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি দেওয়া হয়েছিল।

খ সময়ের কাজ সময়ে তৈরি করার তিনটি সুবিধা হলো–

১. এককালীন কাজের চাপ পড়ে না।
২. কাজের মধ্যে আনন্দ পাওয়া যায়।
৩. সুস্বাস্থ্য বজায় থাকে।

গ তমা তার দৈনন্দিন জীবনের কাজগুলো ভবিষ্যতের জন্য ফেলে রাখে না। সময়ের কাজ সময়ে করে। তমা তার স্কুলের প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন তৈরি করে। সে জানে যেকোনো কাজ আগামী দিনের জন্য ফেলে রাখলে তাতে চাপ তৈরি হয়। বাড়ির অন্যান্য কাজসহ নিজের প্রয়োজনীয় কাজ যেমন : কাপড় পরিষ্কার করা, স্কুলের জন্য তৈরি হওয়া ইত্যাদি কাজগুলো সে সময়মতো করে। সব কাজ সময়মতো করার কারণে তমার হাতে যথেষ্ট সময় থাকে। এ সময়গুলোতে সে অন্যান্য কাজ করে থাকে।

ঘ তমা সময়ের কাজ সময়ে করে। সময়ের কাজ সময়ে করার ফলে তার কাজের কোনো চাপ তৈরি হয় না। কাজের কোনো চাপ তৈরি না হওয়ায় তমার মনে থাকে আনন্দ ও নিশ্চিন্ততা। কারো ওপর যদি পুরানো সব কাজের বোঝা চেপে থাকে তাহলে তার মানসিক শান্তি হারিয়ে যায়। সে যে কাজই করতে যাক তার সে কাজে মনোযোগ বসে না। যেমন কেউ যদি কোনো অনুষ্ঠানে যায় এবং তার আগামীকালের পড়া তৈরি না হয় তবে তার মনে চিন্তা থাকে। আর চিন্তাযুক্ত মনে সে সঠিক আনন্দ লাভ করতে পারে না। আবার কাজ বেশি জমা হয়ে গেলে নিশ্চিন্ত মনে কাজ করা যায় না। কারণ সময় বেশি থাকে না। কাজেই তাড়াহুড়ো করে করতে গিয়ে ভালোভাবে করা সম্ভব হয় না। সর্বোপরি

সৃষ্ট কাজের চাপে অনিয়ম তৈরি হয়। আর অনিয়মের কারণে স্বাস্থ্য খারাপ হতে পারে। এসকল কারণে তমা সময়ের কাজ সময়ে করে। সময়ের কাজ সময়ে করার ফলে তমার মনে থাকে আনন্দ ও নিশ্চিন্ততা।

প্রশ্ন– ৪ শিৰার মাধ্যমে খ্যাতিমান হয়ে ওঠার গল্প

আলমগীর স্যার ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের দুদলে ভাগ করেন এবং দুজন ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু তথ্যের ভিত্তিতে লিখতে দেন।

প্রথম দল : হিন্দু বিধবাবিবাহ প্রচলনে তার অবদান অপরিসীম। মহান ব্যক্তিটি মাত্র ২১ বছর বয়সে একটি কলেজের প্রধান পন্ডিত হিসেবে নিযুক্ত হন।

দ্বিতীয় দল : ইতিহাসের মহীয়সী নারী। নারীদের অধিকার রৰায় আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম নামে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন।

ক. আমরা কীভাবে কাজকে নিখুঁতভাবে করতে পারি? ১

খ. বুঝে পড়ার উপকারিতা উলেৱখ কর। ২

গ. উদ্দীপকে স্যার প্রথম দলভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের যে মহান ব্যক্তি সম্পর্কে লিখতে দেন সমাজসংস্কারে তাঁর কর্মকান্ড ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে স্যার দ্বিতীয় দলভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের যে নারী সম্পর্কে লিখতে দেন নারীর অধিকার রৰায় তাঁর কাজের গুরবত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দৰতা জন্মালে আমরা কাজকে নিখুঁতভাবে করতে পারি।

খ বুঝে পড়লে পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়ে এবং বিষয়টি অনেক সময় পর্যন্ত মাথায় থাকে। বুঝে পড়ার কারণে সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়। এ কারণে বুঝে পড়ার উপকারিতা অপরিসীম।

গ উদ্দীপকে স্যার প্রথম দলভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পর্কে লিখতে দেন। সমাজসংস্কারে তাঁর কর্মকান্ড নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো–ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিধবাবিবাহ প্রবর্তন করেন। তিনি বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধে অনেক যুক্তি–তর্ক তুলে ধরেছেন। তাঁর নিরলস চেষ্টার ফলেই পরবর্তীতে সরকার আইন করে বাল্যবিবাহ বন্ধ ও বিধবাবিবাহ চালু করে। বিদ্যাসাগর শিৰার প্রসারে নিজের অর্থ ব্যয় করে অনেক বিদ্যালয় চালু করেছিলেন। সেখানে তিনি নারীদের জন্য শিৰার পথ উন্মুক্ত করেছেন। সমাজের কাজের জন্য তিনি সমাজের বিত্তবান ব্যক্তিদের এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করতেন। বলা হয়ে থাকে বিদ্যাসাগর তাঁর মোট আয়ের অর্ধেক দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য আলাদা করে রাখতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের সমাজসংস্কারের কথা মানুষ চিরকাল মনে রাখবে।

ঘ উদ্দীপকে স্যার দ্বিতীয় দলভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের বেগম রোকেয়া সম্পর্কে লিখতে দেন। নারীর অধিকার রৰায় তাঁর কাজের গুরবত্ব অনেক। মুসলিম নারীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার জন্য তিনি আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম নামে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। এসব কাজের জন্য তাঁকে অনেক সমালোচনাও সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু কখনো তিনি তার লৰ্য থেকে পিছিয়ে আসেননি। নারীর অধিকার রৰায় শিৰা গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে একথা রোকেয়া নিজে বুঝতেন। আজ যে মুসলিম নারীরা স্কুল–কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পড়াশোনা করছে, সমাজের নানা ৰেত্রে ভূমিকা রাখছে তার পিছনে বেগম রোকেয়ার অবদান সবচেয়ে বেশি। তাই আজও আমরা তাঁকে এবং তাঁর অবদানকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন– ৫ শিৰায় সাফল্যে লাভের উপায়

রাসেল ষষ্ঠ শ্রেণির বীজগণিত এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয় নিয়ে সমস্যায় পড়ে। সে প্রথমে বীজগণিত ঠিকমতো করতে পারত না। কিন্তু বারবার করার মাধ্যমে বীজগণিতে তার দৰতা বাড়ে। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়টিও প্রথমে না বুঝে মুখস্থ করত। এ কারণে পরীৰায় কম নম্বর পেত। পরে সে তার বড় ভাইয়ের পরামর্শে বুঝে পড়া শুরব করে। এর ফলে সে পরীৰায় ভালো ফলাফল অর্জন করে।

ক. ব্রিটিশ সরকার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে কখন বিদ্যালয়ের বিশেষ পরিদর্শক হিসেবে নিয়োগ করে? ১

খ. নারীদের অধিকার রৰায় কীভাবে বিদ্যাসাগর কাজ করেন তা লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে রাসেল কী কারণে বীজগণিত দ্রবত করতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রাসেলের বড় ভাই যে পরামর্শ দেয় তা সৃজনশীলতা বিকাশে কাজ করে–বিশেৱষণ কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্রিটিশ সরকার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ১৮৫৫ সালে বিদ্যালয়ের বিশেষ পরিদর্শক হিসেবে নিয়োগ করে।

খ বিদ্যাসাগরের নিরলস চেষ্টার ফলেই সরকার আইন করে বাল্যবিবাহ বন্ধ ও বিধবাবিবাহ চালু করে। বিদ্যাসাগর মেয়েদের শিৰার প্রসারে নিজের অর্থ ব্যয় করে অনেক বিদ্যালয় চালু করেছিলেন। মূলত এভাবেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারীদের অধিকার রৰায় কাজ করেন।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ দৰতা থাকলে কীভাবে দ্রবত কাজ করা যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ বুঝে পড়া কীভাবে সৃজনশীলতা বিকাশে কাজ করে? বিশেৱষণ কর।

প্রশ্ন– ৬ শিৰাৰেত্রে সফল আদম্য মেধাবী

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী জাহিদ অনেক তদবির ও চেষ্টা করে ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে ভর্তি হয়। প্রথমদিকে সহপাঠীরা এমনকি শিৰকরাও তাকে সহজভাবে মেনে নিতে পারছিল না। সে এসএসসিতে জিপিএ–৫ পেয়ে সবাইকে অবাক করে দেয়। পরিশেষে জাহিদ বলে, আমার মতো যারা দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী আছে তাদেরকে সুযোগ–সুবিধা দিলে তারাও ভালো ফলাফল করবে এবং তারা বিভিন্ন ৰেত্রে গুরবত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর আয়ের কত অংশ দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য আলাদা করে রাখতেন? ১

খ. বেগম রোকেয়া কীভাবে নারী জাগরণ ঘটিয়েছেন? ২

গ. উদ্দীপকে জাহিদের সামাজিক অবস্থাটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জাহিদের শেষোক্ত কথাটির তাৎপর্য মূল্যায়ন কর। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর আয়ের অর্ধেক দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য আলাদা করে রাখতেন।

খ বেগম রোকেয়া নারী জাগরণের জন্য অনেক প্রবন্ধ, ছোটগল্প, কবিতা ও উপন্যাস লিখেছেন। নারী মুক্তির জন্য তিনি মেয়েদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। মুসলিম মেয়েদের বিদ্যালয়ে আনার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারণা চালিয়েছেন। সর্বোপরি তিনি নারীর অধিকারের জন্য আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম নামে একটি প্রতিষ্ঠানও সৃষ্টি করেন।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ প্রতিবন্ধীদের সামাজিক অবস্থা ব্যাখ্যা কর।

ঘ প্রতিবন্ধীরা সমাজে কীভাবে অবদান রাখতে পারে তা বিশেৰষণ কর।

নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ ক্লাসে শিক্ষককে প্রশ্ন করলে ছাত্রের কী বৃদ্ধি পায়?
উত্তর : ক্লাসে শিক্ষককে প্রশ্ন করলে ছাত্রের জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন শেষ না করলে কী অসুবিধা হয়?
উত্তর : প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন শেষ না করলে এক সাথে অনেক পড়া জমা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ অধ্যবসায় কাকে বলে?
উত্তর : ধৈর্য ধরে বারবার চেষ্টা করাকে অধ্যবসায় বলে।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ ভালো শিক্ষার্থী হতে হলে আমাদের কী করতে হবে?
উত্তর : ভালো শিক্ষার্থী হতে হলে আমাদের অবশ্যই নিয়মিত স্কুলে যেতে হবে।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ আঞ্জুমান খাওয়াতিনে ইসলাম কী?
উত্তর : আঞ্জুমান খাওয়াতিনে ইসলাম বেগম রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান, যার কাজ হলো মুসলিম নারীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ বেগম রোকেয়ার শিক্ষার পিছনে কার অনুপ্রেরণা সবচেয়ে বেশি?
উত্তর : বেগম রোকেয়ার শিক্ষার পিছনে তার স্বামীর অনুপ্রেরণা সবচেয়ে বেশি।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কত সাল থেকে কত সাল পর্যন্ত কলকাতা সংস্কৃত কলেজে পড়াশোনা করেছেন?
উত্তর : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২৯ সাল থেকে ১৮৪১ সাল পর্যন্ত কলকাতা সংস্কৃত কলেজে পড়াশোনা করেছেন।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ বিদ্যাসাগর কী?
উত্তর : বিদ্যাসাগর একটি উপাধি।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ ঈশ্চরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোনগুলো রোধে অনেক যুক্তি তুলে ধরেন?
উত্তর : ঈশ্চরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধে অনেক যুক্তি তুলে ধরেন।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ ঈশ্বরচন্দ্র সমাজের কল্যাণের জন্য কাদের এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করতেন?
উত্তর : ঈশ্বরচন্দ্র সমাজের কল্যাণের জন্য বিত্তবান ব্যক্তিদের এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করতেন।

■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ অন্যের লেখা নোট বা গাইডের মাধ্যমে ভালো ফলাফল আশা করা যায় না– ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : যদি কেউ পরীৰায় ভালো ফলাফল করতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই ব্যতিক্রম কিছু করতে হবে। শুধু অন্যের লেখা নোট বা গাইডের মাধ্যমে পরীক্ষায় পাস করা যায় কিন্তু ভালো ফলাফল আশা করা যায় না। তাই আমাদের ভালো ফলাফল করতে হলে অবশ্যই অন্যের লেখা নোট বা গাইড অনুসরণের পাশাপাশি নিজেকে পরিশ্রম করে নোট করতে হবে।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ নিয়মিত ক্লাস করলে একজন ছাত্রের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়– ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : একজন ছাত্র তখনই ভালো ফলাফল করতে পারে যখন সে ক্লাসে নিয়মিত হয়। ক্লাসে মনোযোগী হয় এবং শিক্ষকের কথা ভালোভাবে বুঝতে পারে। তার মধ্যে প্রশ্ন করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। যখন সে প্রশ্ন করে তখন তার ভিতর আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হয়।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ 'আত্মবিশ্বাস আমাদেরকে সফল করে তোলে'– ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : কোনো একটি কাজ বারবার করলে সেই কাজে আমরা দক্ষ হয়ে উঠি। ফলে আমাদের আত্মবিশ্বাস জন্মে। কোনো কাজে সফল হওয়ার জন্য আত্মবিশ্বাস খুবই দরকার। যে কাজে আমাদের আত্মবিশ্বাস বেশি থাকে সে কাজে আমাদের সফল হওয়ার সম্ভাবনা ১০০% থাকে। তাই আমরা বলতে পারি আত্মবিশ্বাসই আমাদের সফল করে তোলে।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ 'চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে লজ্জার কিছু নেই'– ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : ব্যর্থতা সব সময় লজ্জাজনক। কিন্তু কেউ যদি চেষ্টা করার পর ব্যর্থ হয় তাহলে লজ্জার কিছুই নেই। বরং কাজ করাটাই সম্মানজনক। ব্যর্থ হওয়ার পর আবার চেষ্টা না করাটা হবে বোকামি। পৃথিবীতে যে যত বড় হয়েছে সে তত ব্যর্থ হয়েছে। প্রথমবারে কেউ সফলতার মুখ দেখেনি। একজন সফল মানুষ ব্যর্থতার সিঁড়ি ভেঙেই সফলতার স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করে। তাই ব্যর্থতাই সফলতার চাবিকাঠি।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ কেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ব্রিটিশ সরকার বিদ্যাসাগর উপাধি দিয়েছিল?
উত্তর : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন একাধারে পন্ডিত, শিক্ষাবিদ, সমাজসংস্কারক। তার মেধার বিকাশ বাল্যকাল থেকেই বিকশিত হয়েছিল। মাত্র ২১ বছর বয়সে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পন্ডিত নিযুক্ত হন তিনি। তাঁর জ্ঞান ও কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার তাকে বিদ্যাসাগর উপাধিতে ভূষিত করে।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ সমাজসংস্কারক হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তৎকালীন সমাজসংস্কার সাধন করেছেন। মেয়েদের শিক্ষার প্রসারে নিজের অর্থ ব্যয় করে অনেক বিদ্যালয় চালু করেছেন। তার মোট আয়ের অর্ধেক দরিদ্রদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যয় করেছেন। তবে তার সমাজসংস্কারের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো বাল্যবিবাহ বন্ধ ও বিধবাবিবাহ আইনের প্রচলন। এসব মহান কীর্তির জন্য বিদ্যাসাগরকে তার যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এজন্য তাকে আমরা অসীম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ দারিদ্র্যের কারণে আমাদের অধিকাংশ ছেলেমেয়ে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে– ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষ গরিব। যার কারণে মৌলিক চাহিদা শিক্ষার আলো থেকে অনেক ছেলেমেয়ে ঝরে যাচ্ছে।
একজন কৃষক বাবা মনে করে সন্তানকে স্কুলে পাঠানোর চেয়ে খেত–খামারে কাজ করলে দুটো পয়সা রোজগার হবে, অন্যদিকে স্কুলে পাঠালে টাকাপয়সা খরচ হয়। তারা শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে চায় না। যার ফলে আমাদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। তাই দারিদ্র্যই শিক্ষার প্রধান অন্তরায়।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ শিক্ষার মাধ্যমে অজ্ঞতা দূর হয় কীভাবে? ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : শিক্ষাই আলো, শিক্ষার মাধ্যমে একটি জাতি আলোকিত হয়। শিক্ষিত মানুষ সচেতন হয়। তারা দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে উন্নতির উচ্চ শিখরে নিয়ে যায়। তাদের ওপর অন্যায়ভাবে কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া যায় না। তারা দেশের সকল মানুষকে একত্রিত করে অন্যায়ের বিরবদ্ধে

ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাই বলা হয়, শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ সচেতন হয় এবং এর মাধ্যমে অজ্ঞতা দূরীভূত হয়।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ বেগম রোকেয়া কীভাবে নারী জাগরণ ঘটিয়েছেন?

উত্তর : বেগম রোকেয়া নারী জাগরণের জন্য অনেক প্রবন্ধ, ছোটগল্প, কবিতা ও উপন্যাস লিখেছেন। নারী মুক্তির জন্য তিনি মেয়েদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। মুসলিম মেয়েদের বিদ্যালয়ে আনার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারণা চালিয়েছেন। সর্বোপরি তিনি নারীর অধিকারের জন্য আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম নামে একটি প্রতিষ্ঠানও সৃষ্টি করেন।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ শিৰার প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের আগ্রহ কেমন ছিল?

উত্তর : শিৰার প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের আগ্রহ ছিল অত্যন্ত প্রবল। এ কারণে অভাব-অনটন সত্ত্বেও তাঁকে পড়াশোনা করিয়েছেন তার পিতামাতা। গ্রামের পাঠশালায় পড়াশোনা শেষে তিনি কলকাতায় পড়াশোনা করেন। বলা হয়, গ্রাম থেকে কলকাতায় যাওয়ার সময় রাস্তায় বসানো মাইলফলক দেখে তিনি ইংরেজি সংখ্যা শিখে ফেলেন। কলকাতায় তিনি বাড়িতে আলোর অভাবে অনেক সময় রাস্তার লাইটপোস্টের আলোতে পড়াশোনা করতেন।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ বেগম রোকেয়ার শিৰা গ্রহণে ভাইদের ও স্বামীর ভূমিকা কীরূ প?

উত্তর : বেগম রোকেয়া বিদ্যালয়ে গিয়ে শিৰা নেওয়ার সুযোগ পাননি। কিন্তু শিৰার প্রতি ছিল তাঁর অসীম আগ্রহ। তাই তার ভাইয়েরা তাঁকে বাড়িতে বাংলা ও ইংরেজি শিখতে সাহায্য করেছেন। স্বামীর অবিরাম অনুপ্রেরণায় তিনি লেখা শুরব করেন। এই পড়াশোনা এবং সাহিত্য চর্চা তাঁর মনের দুয়ার খুলে দেয়। তাই বলা যায়, বেগম রোকেয়ার শিৰা গ্রহণে ভাইদের ও স্বামীর ভূমিকা ছিল অপরিসীম।